আঁধার নেমে এল হাওড়ার ব্রিজ অ্যান্ড রুফের কর্মীদের ঘরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : নোট বন্দি জিএসটির পরে এবারে কেন্দ্রের কোপ শিল্পে। রাজ্যের দিকে বারোবারে শিল্পের কারণে আঙুল তুললেও এবারে কেন্দ্রের অমানবিক পদক্ষেপে দিশেহারা সারা দেশের প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী। সঙ্গে অনিশ্চিত প্রায় ১০ হাজার অনুসারী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিক পরিবারের ভবিষ্যত। লাভজনক সংস্থাকে বিলগ্নিকরণের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় মুখর দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কর্মচারী।

৯৮ বছরের পুরানো ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোম্পানির সারা দেশে রয়েছে প্রায় ১৬৫টি শাখা। স্থানীয়, ট্রিক্তিভিত্তিক, এবং ঠিকা শ্রমিক মিলিয়ে কর্মরত প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক, যাদের ভবিষ্যত আজ অনিশ্চিত। ২০১৬ সালের আগস্ট মাস থেকেই শুরু হয়েছিল এই নিয়ে টানাপড়েন। অবশেষে এই বছরে উৎসবের মরশুমে তাতেই শেষ সিলমোহর দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

গত ১২ অক্টোবর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিলগ্নিকরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। এরপর থেকেই বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে সংস্থার অন্দরে।

রেল,পিডাব্লুডি, রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প অত্যন্ত সুন্দরভাবে, নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার সুনামও রয়েছে এই সংস্থার। বর্তমানে অনুষ্ঠিত আন্ডার ১৭ ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলা হওয়া কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন স্টেডিয়ামের সৌন্দর্যকরণের কাজও অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে এই সংস্থা। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাঁতারাগাছি রেল স্টেশনে চলা রেলের কাজের বরাতও পেয়েছে এই সংস্থা। বিগত চার বছরে, ১২,৭০০ কোটি টাকার বরাত পায় এই সংস্থা, এমনকী ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে বরাত ছিল ৪১০০ কোটি টাকারও বেশি।

বিগত পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরেই লাভের মুখ দেখেছে এই সংস্থা। তারপরে কী করে এই বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সেটাই রহস্যজনক এমন মন্তব্য করলেন হাওড়ার ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কারখানায় কর্মরত সুপ্রিয় বসু।

অন্যদিকে মিনিরত্ন উপাধিতে ভূষিত এই সংস্থার বিলগ্নিকরণ রুখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আবেদন জানালেন হাওড়া শাখার আর এক কর্মী সুপ্রিয়বাবু।

এমনিতেই হাওড়ার শিল্পের হাল করুণ।

এইসব বড়ো সংস্থার বিলগ্নিকরণে আরও সমস্যা বাড়বে বলেও আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। হাওড়ার ব্রিজ অ্যান্ড রুফের সঙ্গে রয়েছে এক হাজারের ও বেশি অনুসারি শিল্প। সংস্থার বিলগ্নিকরণের ফলে সেই সব শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলিও সমস্যায় পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা। সংস্থার হাওড়া শাখার সমস্ত কর্মীদের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান যাতে তাঁর হস্তক্ষেপে রদ হয় এই অমানবিক সিদ্ধান্ত। দীপাবলির আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল হাওড়ার ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কর্মীদের ঘরে ঘরে।

মুকুলবাবু বলেন, 'কাঁচরাপাড়ায় কাজ করতে কোনও সমস্যা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, জগদ্দল : 'মাধবরাও সিন্ধিয়া যখন কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী, তখন তাঁর মা রাজমাতা গায়ত্রীদেবী বিজেপি প্রার্থী। জয়ন্ত সিনহা কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী।

তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবার বিবাদ আছে। তাই ভারতের রাজনীতিতে এটা নতুন কিছু নয়।' সংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তর একথা বলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। রবিবার রাতে কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি ফেরার পথে জগদ্দলের বিজেপি নেতা অরুণ ব্রহ্ম-র দলীয় কার্যালয়ে পেয়ে তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু রায় তৃণমূলে, আর তিনি বিজেপিতে। তাহলে কি ঘর থেকে লড়াই শুরু হবে? মুকুলবাবু বলেন, 'কাঁচরাপাড়ায় কাজ করতে কোনও সমস্যা নেই। কাঁচরাপাড়ার মানুষ আমার সঙ্গে আছেন।'

পাল্টা সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন,তাহলে কি কাঁচরাপাড়ার মানুষ শুভ্রাংশু-র সঙ্গে নেই? এ প্রশ্নের উত্তরে মুকুলবাবু বলেন, ভোট হবে। ফলাফল বেরবে। দেখতেই পাবেন কী হবে।

দল হিসাবে ভোট হয়, কোনও ব্যক্তি হিসেবে তো নয়।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, মুকুলবাবুর বক্তব্যেই স্পষ্ট, রাজনৈতিক ময়দানে ছেলেকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে তিনি প্রস্তুত নন।

মুকুলবাবুর সংযোজন, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। তাঁরা বিকল্প খুঁজছেন। সেই বিকল্পে বিজেপি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অতীতে, কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিজেপি এগিয়ে আসছে। তাই আগামীদিনে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।

রবিবার জগদ্দলে মুকুল রায়কে পদ্মফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান অরুণ ব্রহ্ম। পাশাপাশি তাঁকে মিষ্টিমুখ করান। বেশ কয়েকদিন দিল্লিতে কাটিয়ে কলকাতা হয়ে কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি ফেরেন মুকুল রায়।

সরকারি নির্দেশে হাওড়ায় ধান কেনাবেচা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : তৃণমূল সরকার কৃষকদের পাশে। কৃষিজীবী মানুষের জন্য রাজ্য সরকার নানা প্রকল্পের সূচনা করেছে। সেই কাজের অন্যতম উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেল হাওড়ার আমতায়। হাওড়ার আমতায় গাঙ্গিপুরে কৃষকদের থেকে ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রি করতে পারে না। তাই কৃষকরা কৃষকদের থেকে ফসল কিনে তার বাজাররত করছে। তার ফলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রী করতে পারছেন। এবং ফসলের সঠিক দামও পাচ্ছে। ঠিক সেরকমই হাওড়ার আমতার গাঙ্গিপুরে সরকার কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনল। আর তদারকি করলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধক্ষ রামেশচন্দ্র পাল।

রাস উৎসবে কচিকাঁচাদের উৎসাহ দিলেন বিধায়ক অরুণাভ সেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে রাস উৎসব। চলছে একমাস ব্যাপী মেলা।

হাওড়ার বিখ্যাত কয়েকটি রাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উলুবেড়িয়ার রাস ও ফুলেশ্বরের রাস। এখানে চলে মেলা, হরেক রকম জিনিস কিনতে হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ উপস্থিত হয় এই মেলায়। শিশুদের কাছে এই রাস উৎসব খুব প্রিয়। তবে এখন হাওড়ার বিভিন্ন স্থানেই হয় রাস উৎসব।

চলে মেলা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হাওড়ার রামরাজাতলা, মৌড়ীগ্রামর ও বাগনানে ও অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাস উৎসব। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে হাওড়ার বাগনানের রাস উৎসবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিধায়ক অরুণাভ সেন মানুষকে উৎসাহিত করলেন। ছোট ছোট শিল্পীদের প্রেরণা জোগালেন তিনি।

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

9		2			1			5
5			9		6	3		
	3			2	7	1		4
	8			7	9	2	4	
1	4						6	9
	2	9	1	4			7	
4		3	8	1			5	
		1	7		5			8
7			3			9		2

গতকালের সমাধান

1	2	9	6	4	8	7	3	5
3	6	8	7	5	2	1	9	4
4	7	5	1	9	3	6	2	8
8	4	3	9	1	5	2	6	7
5	9	7	3	2	6	8	4	1
2	1	6	8	7	4	9	5	3
7	3	1	5	6	9	4	8	2
9	5	2	4	8	7	3	1	6
6	8	4	2	3	1	5	7	9

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩১ ডিগ্রি ও ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩১ ডিগ্রি ও ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৬৯ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।৪৪, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৪।৫৫ **জোয়ার:** বিকেল ৪:০৭। **ভাটা:**সকাল : ১১:২৭।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনওবিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায়না।

-সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	: 64.8064
INR / 1 Euro	: 75.2273
INR / 100 Jap. YEN	: 56.8500
INR/1 Pound Sterling	: 85.3371

শেয়ারসূচক

BSE 33,370.76▼ (-360.76)
NIFTY 10,350.15▼ (-101.65)

সভা /অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ (বেলরাম মন্দির) আজ বুধবার আলোচনায় : স্বামী নব্যদেবানন্দ মহারাজ সময় : ৬টা। ভজন গায়ক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪-৩০।

ভাগ্যলিপি

মেষ বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। তাতে সাফল্য আসবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল।

বৃষ অর্থনৈতিক বিষয়ে আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

মিথুন উন্নতির জন্য আজ আবেগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবকিছুর সাক্ষী হতে

কর্কট খেলোয়াড় সুলভ মন নিয়ে এগোতে হবে, তাহলে সবকিছুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

সিংহ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে আজ ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা দীর্ঘ মেয়াদী ব্যর্থতায় থেকে শিক্ষা নিয়ে সাফল্যের পথে এগোতে হবে। এজন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন

তুলা ছোট ছোট ঘটনা আজ আপনাকে বড় বেশী ভাবাবে। কর্মস্থলে অযথা বিতর্ক তৈরি হবে।

বৃশ্চিক একটা কালোদিন আপনার জন্য অপেক্ষাকরছে।

ধনু উন্নয়নের জন্য এগিয়ে চলুন। সম্পর্কের উন্নতি হবে। যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।

মকর একটা ব্যস্ততার দিন আজ।একটা বড় পরিকল্পনা হতে পারে।যা আপনাদের সংঘটিক করবে।

কুম্ভ ভ্রমণের দিন আজ, তবে একা চলার চেষ্টা করুন তাহলে ভিন্ন ধরণের স্বাদ পাবেন।

মীন আজ সকলকে সংগঠিত করারা চেষ্টা করুন।

শব্দলিপি- ১০৪১

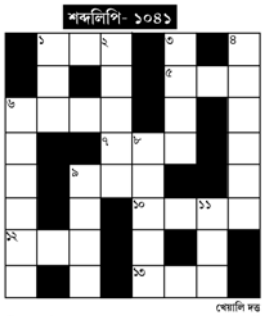

খোয়ালি দত্ত

পাশাপাশি ঃ ১। কর্মসম্পাদক ৪। ভঙ্গুর ৬। শাখাপ্রশাখা ৭। মূল্যবান অলঙ্কারাদি রাখার গোপন স্থান ৯। অলংকার ১০। মনচোরা ১২। গণগ্রাম ১৩। পান

উপরনীচ ঃ ১। অসাধারণ নৈপুণ্য ২। পত্নের জন্মস্থান ৩। নিজস্ব ৪। অলংকারে ধন্যাঢ্য ব্যক্তি ৬। রানার ৮। কানপাতা ৯। গলার জোর ১১। ধনু

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১০৪০

পাশাপাশি ঃ ১। অমীমাংসিত ৪। বিরাজা ৫। চকচক ৭। লড়াকু ৮। লঙ্কন ১০। আয়তন ১২। চকুক ১৩। করালবদনা

উপরনীচ ঃ ১। অজাতকুলাত ২। মারীচ ৩। তরিক ৪। বিমল ৬। কমললোচনা ৯। নক্তক ১০। আরক ১১। মসির

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ধুলিয়াপুর গ্রামে নিঃশুল্ক চিকিৎসা সেবায় গৌড়ীয় মিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ধুলিয়াপুর গ্রামে ধুলিয়াপুর হাইস্কুলে মিশন কর্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে গরিব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধ-বনিতাসহ প্রায় ১০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। তথায় স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ হাজরা উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন।

রোগীদেরকে মিশন কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া মিশন হতে সুদাম দাস ব্রহ্মচারী ও গ্রামবাসীদের পক্ষ হতে তরুণ মাইতি, দেবব্রত মাইতি, বরুণ মাইতি (হাবুল) এবং বামনদেব দাস সহযোগিতায় করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

তৃণমূল নেতাকে খুন করতে এসে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নানুর : তৃণমূল নেতাকে খুন করতে এসে গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী। পুলিশসূত্রে খবর, ধৃত দুষ্কৃতীর বাড়ি বর্ধমানের আউশগ্রামে।

আক্রান্ত বীরভূম জেলা পরিষদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতা করিম খান। বাড়ি নানুরের সাঁতারা গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে মনিংওয়াকে বেরোনোর সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পিছন থেকে এক যুবক রিভলবার ধরে। কিন্তু এক ঝটকায় রিভলবার সরিয়ে দেন করিম খান। বিপদ বুঝে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতী। তৎক্ষণাৎ ছুটে দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলেন তিনি। এরপর দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। পড়ে গিয়ে আঘাত পান কর্মাধ্যক্ষ।

তৃণমূল নেতার চিৎকারে গ্রাম থেকে বাসিন্দারা এসে জমায়েত হয়। প্রাণে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেয় দুষ্কৃতী। গ্রামবাসীরা জলে নামলে ধানখেতের মধ্যে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সেখানে তাকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা চলে গণপ্রহার। এরপর নানুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

করিম খানের অভিযোগ, সিপিআই(এম) ও বিজেপি তাকে সুপারি কিলার দিয়ে খুনের চেষ্টা করেছিল। যদিও বিরোধীরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ঘুসুড়ির তিরুপতি জুটমিলে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : ঘুসুড়ির তিরুপতি জুটমিলে আগুন। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৪ ইঞ্জিন। একঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

সকালে কারখানায় কাজে এসেছিল কর্মীরা। চট তৈরির বিভাগে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। শুকনো পাট থেকে দ্রুতগতিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাকি পণ্যেও। লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে যায় নিমেষে। আগুন দেখে শ্রমিকরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ৪টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জুটমিলে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তিনি বলেন, 'জনবহুল এলাকা। কারখানার আগুন ছড়িয়ে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে দমকল কর্মীরা।

কৃষ্টি ক্রিয়েশন থেকে প্রকাশিত হল গানের অ্যালবাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা প্রেস ক্লাবে কৃষ্টি ক্রিয়েশন থেকে প্রকাশিত হল দেশাত্মবোধক গানের অ্যালবাম। এই অ্যালবামের গীতিকার জয়দেব সেন ও দেবাংশু চক্রবর্তী। ভাষ্যপাঠ করেছেন অলকানন্দা রায় ও সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় অরবিন্দ সেন। এই অ্যালবামে ৬টি গান রয়েছে। জয়দেব সেনের কথায় ও সুরে সাহেব চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন 'আমাদের স্বপ্ন', শম্পা কুণ্ডু গেয়েছেন 'ক্ষুধার অন্নদিলি, শুভঙ্কর ভাস্কর ও কোরাস গেয়েছেন, এগিয়ে এসো সব ভারতবাসী'। মধুরা ভট্টাচার্য (মুম্বই) গেয়েছেন, এই বাংলায় জন্মেছি আমি'। এছাড়া দেবাংশু চক্রবর্তীর কথায় ও জয়দেব সেনের সুরে 'এক সাথে মিলে' গেয়েছেন জয়দীপ রায়। অনুত্তমা সেন, এবং 'জগত সভায় ভারত আবার' গেয়েছেন তিয়াসা চাটার্জী। প্রেস ক্লাবে সিডিটি উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী অমর পাল। উপস্থিত ছিলেন সিডির গায়ক গায়িকারা এবং কৃষ্টি ক্রিয়েশনের কর্ণধার শ্বেতা গুপ্তা।

কাকদ্বীপে ল'ক্লার্কে বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ক্রমাগত চুরি ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : কাকদ্বীপে ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনাটি ঘটে কাকদ্বীপের রেলওয়ে স্টেশনে সংলগ্ন অঞ্চলের পূর্ব গোবিন্দপুরের পঞ্চানন ভঞ্জের বাড়িতে। পঞ্চাননবাবু পেশায় কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের ল'ক্লার্ক। প্রতিদিনের মত সোমবার তিনি স্বাভাবিকভাবেই দরজা বন্ধ করে রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকাল বেলাতেই ঘুম ভেঙে দেখেন আলমারি দরজা খোলা, লকার খোলা। আলমারিতে যা জিনিসপত্র ছিল সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে সারাটা ঘরে। পঞ্চাননবাবু জানান, আলমারিতে প্রায় ৪৯ হাজার টাকা ও স্ত্রীর যাবতীয় সোনার গয়না যার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে গেছে বলে জানান। তিনি আর জানান, যারা চুরি করেছে তারা প্রথমে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেই কিছু স্প্রে করে ঘুমে আচ্ছন্ন করে এই কাজ সম্পন্ন করেছে। কাকদ্বীপে এই চুরির ঘটায় চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে কাকদ্বীপ প্রশাসনের। গত এক মাস ধরেই ক্রমগাত কাকদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশন তত্বরে প্রায় ১৫টির মতো বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রায় প্রতিটি দিন এই চুরির ঘটনায় এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, DISHA SINGHANIA, DAUGHTER OF MUKESH SINGHANIA RESIDENT OF 20, ROUND TANK LANE, SHANTIKUNJ APARTMENT, OPPOSITE MULLICK FATAK TELEPHONE EXCHANGE, HOWRAH - 711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS "KAAIRA SINGHANIA" VIDE AN AFFIDAVIT CUM DECLARATION BEFORE THE LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 10/10/2017